২২-০৩-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার সন্তান হওয়ার সৌভাগ্য যখন লাভ করেছ, তবে এবার প্রথম হওয়ার পুরুষার্থে মনোনিবেশ করো। মাম্মা-বাবাকে অনুসরণ ও পঠন-পাঠনের প্রতি মনোযোগ দিতে পারলেই প্রথম হতে পারবে"

প্রশ্ন :- নিজের 'মনমতে' কার্য-করণের ফলাফল আর 'শ্রীমৎ' অনুসারে কার্য-করণের ফলাফলের মধ্যে পার্থক্য কি ?

উত্তর :- যে নিজের মত অনুসারে কার্য করে, পরবর্তী সময়ে তাকে তার সেই কর্মের জন্য অনুশোচনা ও দুঃখ পেতে হয়। নিজের 'মনমত' অর্থাৎ 'মায়ার-মত' - তাতেই কেউ হয়ত দেউলিয়া হয়ে যায়, কারও বা শারীরিক রোগ-ভোগ হয় আবার কারও হয়ত অকালেই মৃত্যু হয়, -এসবই হল, সেই কার্য-করণের পশ্চাত্তাপ। কিন্তু বাচ্চারা, বাবার 'শ্রীমৎ' অনুসারে চললে তোমাদের কার্যগুলি এমনই শ্রেষ্ট হয় যে, যার ফল স্বরূপ পরবর্তী অর্দ্ধকল্প সেই কার্য-করণের দরুণ আর কখনও অনুতপ্ত হতে হয় না।

গীত :- (বাবা) তোমাকে পেয়ে সবকিছুই পেয়ে গেছি আমি, ধরা তো ধরা আকাশও পেয়ে গেছি (রাজ্য-ভাগ্য-সম্পদ সহ যা কিছু পাবার তা তো বটেই, এমন কি সম্পূর্ণ জগৎটাই তো পাওয়া হয়ে গেছে)

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, এই গীতের দুটি মাত্র লাইন শুনলে তোমরা। তোমরা যখন অসীম বেহদের বাবাকে এখন পেয়েই গেছো, তবে তো সেই বাবার সমগ্র বিশ্বের বাদসাহী তোমরা বাচ্চারাই পাবে। অতি সাধারণ বুদ্ধির যারা, তারাও তা বুঝতে পারে যে, একদা যখন ভারতে দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন আর অন্য কোনও ধর্মের অস্তিত্বই ছিল না। আর সেটা ছিল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বকাল। যেমন (ইংল্যাণ্ডে) প্রথম এ্যাডওয়ার্ড, দ্বিতীয় এ্যাডওয়ার্ড, এইভাবে তাদের রাজত্ব চলে, ঠিক তেমনই। যদিও এই এ্যাডওয়ার্ড-দের রাজত্ব চলে ইউনাইটেড কিংডম্, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে। তেমনি ভারতেও যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন সমগ্র বিশ্বেই সেই রাজত্বের বিস্তার ছিল। কিন্তু লোকেরা এখন সেই কথাটাই ভুলে গেছে। যাই হোক, বাচ্চারা, এখম তোমরা তোমাদের বাবাকে যখন পেয়েছো, তার অর্থ এই যে, তোমরা বিশ্বেরও রাজত্ব পেয়েছো। তাই তো বাবা স্বয়ং বলছেন, বাচ্চারা তোমরা তো তা ভুলেই গেছো। যেখানে একদা এই ভারতেই যখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল, তখন তা ছিল সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্য, আর তোমরাই ছিলে সমগ্র বিশ্বের মালিক। তখন এই দেশ ভাগাভাগির ব্যাপার-স্যাপার এসব কিছুই ছিল না। লক্ষ্মী-নারায়ণের মাথায় শোভিত ছিল জোরা-মুকুট। ধনী লোকেরা ও রাজ-রাজারাও তাদেরকেই পূজো করার জন্য নিজেদের মহলে তাদের নিমিত্তে মন্দিরও বানায় - হয় লক্ষ্মী-নারায়ণের কিম্বা রাম-সীতার। লক্ষ্মী-নারায়ণ যেমন ভারতের রাজা-রাণী ছিলেন, তেমনি রাম-সীতাও ছিলেন একই ভারতের রাজা-রাণী। কিন্তু ওনারা (লক্ষ্মী-নারায়ণ) ছিলেন সত্যযুগের আর এনারা (রাম-সীতা) ত্রেতার। আর তারপরের যারা রাজা-রাণী তারা হলেন দ্বাপর ও কলিযুগের। পবিত্র সত্যযুগের ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ আর দ্বাপরের রাম-সীতা। এরপরেই শুরু হয় বিকারী রাজাদের রাজত্ব। আর সেই বিকারী রাজারাও কেমন স্বভাব-সংস্কারের হয়, শিববাবা ব্রহ্মার শরীরকে আধার করে ইতিপূর্বে সেসব তো তোমাদের জানিয়েছেনই। সবচেয়ে

বেশী মহিমা হয় পূজ্যদের তারপরে পূজারীদের। অবিনাশী নাটকের পটচিত্র অনুসারে সবাইকেই এমনকি সতোপ্রধানদেরও ক্রমান্বয়ে একসময়ে তমোপ্রধান হতে হয় অবশ্যই। তাই বাবা বলছেন- ওহে বাচ্চারা, এই তোমরাই পূর্বে সত্যযুগে যখন সতোগুণী মহারাজা-মহারাণী ছিলে, তখন তোমরাও সম্পূর্ণ পবিত্রই ছিলে। আর একথাটাই সর্বদা তোমাদের মনে ধারণ করে রাখতে হবে। বাস্তবে তোমরাই কিন্তু সেই পূজ্য ছিলে, যা এখন আর নও। আবারও নিজেদের পুরুষার্থের গুণ অনুসারে সেই পদই পেতে চলেছো তোমরা। তোমাদের সেই পূজ্য অবস্থা থেকে পূজারী বানিয়েছে মায়া। তাই এখানে এখন যে ঈশ্বরীয় শিক্ষা পাচ্ছো, তাকে সঠিক রীতিতে ধারণ করতে হবে। যেমন শিক্ষার্থীরা কলেজের শিক্ষাকে বুদ্ধিতে ধারণ করে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা যেন অবশ্যই থাকে, তোমরা ভারতবাসীরাই একদা দেবতা ছিলে।

কল্প পূর্বেও বাবা এসে এভাবেই রাজযোগের শিক্ষা দিয়েছিলেন। জ্ঞানের মুখ্য কথাই হলো - গীতার বাণী। কারও সাথে দেখা হলে, তার কাছে জানতে চাও - সে কি কখনও গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেছে ? গীতাতে যে লেখা আছে "ভগবান উবাচঃ"- তবে ভগবান তা কিভাবে শুনিয়েছিল ? কিন্তু, একথা কি কখনও শুনেছো তোমরা, ভগবান স্বয়ং শিক্ষাদান করেন ? একমাত্র গীতাতেই তা উল্লেখিত-"ভগবান উবাচঃ"! কিন্তু তোমরা বি.কে.বাচ্চারা জানো, ভগবান স্বয়ং রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন তোমাদের। তার সাথে নাবা একথাও জানান, উনি-ই তোমাদেরকে রাজার থেকে বড় রাজা বানাবেন। কিন্তু অজ্ঞানী শাস্ত্রকারেরা (ভগবান শিবের বদলে) সেখানে কৃষ্ণের নাম লিখে রেখেছে। কৃষ্ণ তো কেবল সত্যযুগের রাজকুমার। কৃষ্ণও এই উত্তরাধিকারী স্বত্বপদ পেয়েছে তার নিজের বাবা (শিব)-এর থেকে। যা কৃষ্ণ কেবল একাই পায় না। পূর্বে লক্ষ্মী-নারায়ণের যেমন রাজধানী ছিল, পূর্বের মতনই আবারও ঠিক তেমনই রাজ্য স্থাপন হতে চলেছে। কৃষ্ণের আত্মাও এখন ৮৪-জন্ম সম্পূর্ণ করে আবার সেই রাজত্ব পেতে চলেছে। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতেও এসব অবশ্যই থাকা উচিত। ৫-হাজার বর্ষ পূর্বেও ভগবান স্বয়ং এমন ভাবেই এই জ্ঞান ও যোগ পাঠের শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর একমাত্র শিব-ভগবানই হলেন জ্ঞানের-সাগর, সুখের-সাগর। কিন্তু কৃষ্ণকে কোনও মতেই জ্ঞানের-সাগর, সুখের-সাগর এই উপাধিতে ভূষিত করা যায় না। একমাত্র শিববাবাই সমগ্র সৃষ্টি জগতের তত্ব সমেত সবকিছুই পবিত্র করে পরম সুখের বানিয়ে দেন। পরমপিতা পরমাত্মা ছাড়া আর কেউই তা করতে পারে না। ব্লিস অর্থাৎ ক্ষমা-ও করতে পারেন একমাত্র বাবা-ই। বর্তমান দুনিয়ায় যে দিকেই তাকাও, যা কিছু দৃষ্টি-গোচর হয়, সবকিছুই এখন একেবারে তমোপ্রধান অবস্থায়। তাই তো মুষল ধারার বৃষ্টিতে কত কিছুই লোকসান হয়ে যায়। অকালে ঝড়-ঞ্ঝাতেও তেমনই লোকসান হয়। এ সবই জাগতিক নিয়মের পরিপন্থী। কিন্তু সত্যযুগে অনিয়মের এমন কোনও কিছুই লোকসানের ঘটনা ঘটে না, যেহেতু প্রকৃতি তার নিজের নিয়মেই চলে। তখন চাষ-বাষও তার সঠিক সময় অনুসারেই হয়। চাষের জলসিঞ্চনও ঠিক মতনই হয়। প্রকৃতিতে কোনও প্রকারেরই উপদ্রব হয় না তখন। কিন্তু, এখনকার দুনিয়াতে মায়ার এতই উপদ্রব যে, লোকেদের দুঃখ-কষ্টের আর শেষ নেই। 'মায়া' শব্দের প্রকৃত অর্থটাই তো জানে না এখনকার মানুষেরা। কিন্তু তোমরা এখন তা সহজেই বুঝতে পারছো, কেন এই বাবাকে পরমপিতা পরমাত্মা অর্থাৎ পরম আত্মা বলা হয়ে থাকে। তাই একমাত্র তোমরাই বাবাকে সঠিক সম্বোধনে ডাকতে পারো।

বাবা আরও জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদেরকে এমন ধারায় কর্ম-কর্তব্য শেখান, যাতে কখনও কোনও কর্মের কার্য-করণের দরুণ কোনও প্রকারের পশ্চাতাপ না করতে হয়। কিন্তু যারা তাদের নিজেদের

মনমত অনুসারে চলে, তারা প্রত্যেকেই সেই কর্মের জন্য অনুতাপ অবশ্যই করে। সর্দি-কাশি-জ্বর হওয়াটাও কর্মভোগের মধ্যেই পড়ে। আর দেউলিয়া হয়ে যাওয়া সে তো কর্মেরই অনুতাপ । বাবা সর্বদাই শ্রেষ্ট কর্মই শেখায় তোমাদের। যে যত ভালভাবে তা শিখবে, স্বর্গ-রাজ্যে সে তত উচ্চ পদের অধিকারী হতে পারবে। যেমন নাটকে কেউ কেউ স্পেশাল রিজার্ভ সীটের ব্যবস্থা করিয়ে নেয়। এরপর সবাই তাদের ক্রমিক অনুসারে, সেকেণ্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস ..... এমনই হয়। কেবলমাত্র বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকেরা সামনের দিকের সীট পেয়ে থাকে। তেমনি পড়াশোনাতেও এমনই ক্রমিক অনুসারে হয়ে থাকে। বাবা আবার জানাচ্ছেন, উনি আসেন বাচ্চাদেরকে স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী বানাতেই। যে যত মনোযোগ সহকারে যেমন পঠন-পাঠন করবে, সে তেমনই পদ পাবে। আর এই পাঠও যে অতি সাধারণ। কিন্তু, পাঠ যিনি পড়াচ্ছেন তিনি আবার নিরাকার। তাই তিনি অবশ্যই ব্যসদেব মুনি বা কৃষ্ণ কিম্বা অন্য কেউ নন। যেহেতু তাদের সবারই তো আকার বা চিত্র আছে। এমন কি ব্রহ্মারও তো চিত্র আছে। কৃষ্ণেরও চিত্র আছে। আর যার সূক্ষ্ম বা স্থুল চিত্র থাকে, তাকে কখনই ভগবান বলা যায় না। ভগবান কেবল এক ও একমাত্র একজনই - যাকে (নিরাকার) শিব বলা হয়। যদিও মন্দির তো অনেক থাকে, কিন্তু সেখানেও ওনার নাম তো সেই একটাই (শিব-মন্দির), যা কেউ বদলাতেও পারে না। এক ও একমাত্র উনি-ই সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু এসব কথা জানাচ্ছেন কে ? --নিরাকার পরম-আত্মা স্বয়ং তা জানাচ্ছেন, যিনি পরম-পিতা পরম-আত্মা পরম-ধাম নিবাসী। প্রত্যেক আত্মাই যার সন্তান। তোমরা আত্মারাও সেই পরমধাম থেকেই এখানে এসেছো এই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে, নিজ কর্মফল অনুযায়ী যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট অভিনয় করতে। এখন প্রত্যেক এক এক জন অভিনয়কারীর বায়োগ্রাফী বা জীবনপঞ্জী তো আর বাবা বলবেন না। কেবল প্রধান যে তার বিষয়েই বলা যেতে পারে। জাগতিক নিয়মেও বিশেষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের ক্ষেত্রেই লোকেরা তাদের জীবনপঞ্জী জানিয়ে থাকে। তবে সমগ্র অসীম-বেহদের সৃষ্টিতে উচ্চ থেকেও অতি উচ্চ মনুষ্য কে ? বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের এই নাটকে উঁচু থেকেও অতি উঁচুর পার্ট কার ? --এসবের সঠিক ধারণা অবশ্যই থাকতে হবে তোমাদের। এসবই বাবা বসে বসে বোঝাচ্ছেন, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয়কারী বাচ্চাদেরকে। আর একমাত্র তিনিই তা পারেন, যেহেতু এই নাটকের একমাত্র রচয়িতা-পরিচালক বাবা স্বয়ং। শিববাবাই সেই নির্দেশ দেন ব্রহ্মাকে। অগএব ব্রহ্মাকেই দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করতে হবে। আর তা স্থাপনা হয়ে গেলে, তারপর ব্রহ্মাকেই তার পালনা করতে হবে তাদেরকে। শিববাবা নিজে এসব কিছু করেন না, উনি তা করান ব্রহ্মার দ্বারা। যেমন উনি তোমাদেরও নির্দেশের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন শুধু, কিন্তু করো তো তোমরা নিজেরাই। যেহেতু উনি "করনকরাবনহার"! ওনার কর্ম-কর্তব্য হলো - জ্ঞানের পাঠ পড়ানো, যাতে তোমরা উৎসাহের সাথে তা করতে পারো। শ্রীমতেই তোমরা তা পাও- এটা করো, ওটা করো এবং কি কি করবে না তাও। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারেই ব্রহ্মা এই স্থাপনা কার্য সম্পাদন করে, তারপরেই রাজ্য পরিচালনা করেন। ব্রহ্মার সাথে সাথে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারীরাও সেই রাজ্য পরিচালনার অংশীদার।

বাবা আবার ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, একমাত্র উনি-ই নিরাকার আর বাকীরা সবাই সাকারী বা আকারী। আর সেই নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মাই সব আত্মাধারীদের ওনার নির্দেশ দেন শ্রীমৎ-এর মাধ্যমে। আত্মাধারীরাও তা শোনে তাদের শ্রবণ-ইন্দ্রিয় দ্বারা, শব্দ করে কথা বলেন মুখের দ্বারা। অতএব সবচাইতে মুখ্য বা প্রধান হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। এরপরেই আছেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকর, যারা সূক্ষ্মম-বতনবাসী। এর পরের ধাপে থাকেন সঙ্গমযুগের জগদম্বা সরস্বতী আর জগৎপিতা ব্রহ্মা।

এই অনুসারে এনারা সবাই মুখ্য ভূমিকায়। এনাদের দ্বারাই রচনার যাবতীয় কর্ম-কাণ্ড হয়ে থাকে। এর সাথে তোমরা বি.কে.-রা সবাই মিলেই ভারতকে স্বর্গ-রাজ্যে পরিণত কর। বাবার সাহায্যেই তোমরা সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতা হতে পারো। সত্যযুগ হল-ই দেব-দেবী সম্প্রদায়ের। তাই বাবা জানাচ্ছেন, উনি বাচ্চাদেরকে এমন সুন্দর কর্ম শেখাচ্ছেন, যার ফলে কখনই তোমাদের দুঃখ-কষ্টে পড়তে হয় না। কিন্তু এসব কিছুই নির্ভর করছে তোমাদের নিজ-নিজ পুরুষার্থের উপর।তোমাদের তেমন আগ্রহ থাকলে, বাবার প্রিয় হয়ে ফার্স্ট-ক্লাসের টিকিটও পেতে পারো, চাইলে সূর্য-বংশী হতে পারো, আবার চন্দ্র-বংশীও হতে পারো। এ তো তোমরা প্রত্যক্ষই করছো, তোমাদের মাম্মা-বাবাই সবচেয়ে বেশী পুরুষার্থ করেছে। ওনারা সেবাও প্রচুর করতেন। তাই তো ওনারা মহারাণী-মহারাজা হতে যাচ্ছেন। এখন কি তবে তোমরা ওনাদের সেই সিংহাসন আঁকড়ে ধরবে, নাকি ফেল-এর খাতায় নাম লেখাবে ? জগৎ অম্বার তো অনেক মহিমা জগতে। তিনিই প্রকৃত সরস্বতী, অর্থাৎ ব্রহ্মার কন্যা। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা তাদের মন্দিরগুলিকে পৃথক পৃথক তৈরী করে রেখেছে। যেমন রাজস্থানের আজমেরে কেবল ব্রহ্মার এক বিশাল মন্দির আছে। ব্রহ্মা হলেন জগৎ-পিতা আর জগদম্বা হলেন জগৎ-মাতা। এনারা একত্রেই জগৎ রচনার প্রধান কারিগর।

মুখ্য ধর্ম হলো চারটি। তাদের মধ্যে থেকেই আবার অনেক ছোট ছোট ধর্মের ও বর্ণের শাখা-প্রশাখার বিস্তার হয়। আর এই ভাগাভাগির কারণ, তাদের নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া। তারা যেখানেই যায়, সেখানেও তা চলতে থাকে। তাই তো এত ভাগাভাগি। কিন্তু সত্যযুগে এমন কিছুই হয় না। তাই বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে বলছেন- "ওহে আমার আদরের মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদেরকে তা ভালভাবে বুঝতে হবে, অবিনাশী নাটকের এই পটচিত্রকে। একথা তো তোমাদের ভাল মতনই বোধগম্য হয়েছে যে, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা। শান্তির পরমধাম থেকে এখানে আসো তোমাদের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয়ের পার্ট করতে। গর্ভে থেকেই তোমরা আত্মারা শরীর ধারণ করো, বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার জন্য। আর তোমাদের এই নাটক এখন শেষের পর্যায়ে। তাই তোমাদের এই অভিনয়-ও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। অতএব এই বিনাশী শরীর ত্যাগ করে, অশরীরী অবস্থাতেই ঘরে ফিরতে হবে তোমাদের। কারণ বাবা পরমাত্মা যিনি তোমাদের আত্মাদের পিতা, তিনি এসেছেন এখন ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য।" তারই স্মরণে তো শিব-জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। অতএব নিশ্চয় উনি এই সময় কালেই অবতরিত হবেন। কিন্তু কোথায় এবং কখন-কিভাবে, কার শরীরকে আধার বানাবেন, এখানে এসে উনি কি বা করবেন- এসবের কোনও কিছুই কেউ জানে না। কিন্তু ভারতকেই স্বর্গ-রাজ্য বানাবেন উনি। আর সেই বাবা-ই যদি না আসেন, তবে বাচ্চাদেরকে এসব শেখাবেই বা কে ? যেহেতু আর যারা আছে তাদের সবারই মত তো কলিযুগী সংস্কারের আসুরী মত। তাদের দ্বারা কেউ শ্রেষ্ঠ হতে পারে না। একমাত্র এই বাবা-ই তোমাদের সেই শ্রেষ্ট-মত দিতে পারেন। অতএব আর অন্য কোনও মতে চলবে না অবশ্যই। একমাত্র এই বাবা-ই যে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠতর। অতএব উনি অবশ্যই খুব উন্নতই বানাবেন। সুতরাং কেবলমাত্র ওঁনার শ্রীমৎকেই গ্রহণ করতে হবে। অন্য কোনও মতে চলতে গেলেই তোমরা ধোকা খেয়ে যাবে। প্রতি পদক্ষেপেই শ্রীমৎ অনুসারে চলতে পারলে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন উন্নত হতে পারবে। ওনারা এত উন্নত বলেই তো ওনাদের এত মহিমা। তাই তো লোকেরা ওনাদের উদ্দেশ্যে কীর্তনও করে - "তোমরাই আমাদের প্রকৃত মাতা-পিতা।" তেমনি এই বাবাও- বাবা, শিক্ষক, সদগুরু - এই তিনরূপেই তোমাদের এই শ্রীমৎ দেন। যার দ্বারা তোমরা চাইলে লক্ষ্মী-নারায়ণের মতনই হতে পারো। আর এই জ্ঞান তোমাদের আছে, যা তোমরা অন্যদেরকেও বোঝাতে পারো। তা হয় অবশ্য

জ্ঞান ধারণের ক্রমিকের তারতম্য অনুসারেই। যদিও একথা তো তোমাদের জানাই আছে। মাম্মার সামনে যে আসতো, মাম্মা তাকে কত সুন্দর ভাবে জ্ঞানে উজ্জীবিত করে দিতেন। এই বাবাও তেমনি উজ্জীবিত করে দেন। অতএব বাচ্চারা, তোমাদেরও উচিত, বাবাকেই অনুসরণ করা। বাবার প্রতি এই ভাবধারা থাকা উচিত, বাবা যা শোনাবেন, তোমরাও অন্যদেরকে তা শোনাবে। যা খুবই সহজ ও সরল (পুরুষার্থ)। অন্যদেরকে তা জানাও, যেহেতু স্বয়ং ভগবানের মুখ-কমল-নিঃসৃত বাণী এগুলি। ভগবান তো নিরাকার। তোমরা তো জানোই, বেদ, শাস্ত্র ইত্যাদি অনেক আগে থাকতেই রচিত হয়ে থাকে, কিন্তু তার বাস্তব রূপ পায় অনেক পরেই। (যেমন নাটকের চিত্রপট আগে লেখা হয়, আর তা মঞ্চস্থ হয় অনেক পরে।) শাস্ত্রে যেমন যেমন থাকে, যেভাবে তার চিত্রাঙ্কন করা হয়- সেভাবেই তা মঞ্চস্থ হয়। সেটাই আবারও মঞ্চস্থ হয়। খুবই গুহ্য রহস্য এই ব্যাপারটা। বাবা এমনই সব গুহ্য থেকেও অতি গুহ্য রহস্যগুলি শোনাতে থাকেন বাচ্চাদেরকে, যাতে তারা তা অনুধাবন করে অন্যদেরকেও বোঝাতে পারে। ব্যসদেব তো অনেক শাস্ত্রই লিখেছে, কিন্তু তবুও তিনি তো মনুষ্যই। তবে ভগবান বলা যায় কাকে - যিনি সব আত্মাধারীদের বাবা। যা কৃষ্ণ কখনই হতে পারে না। তোমরা বি.কে.-রা কৃষ্ণের ইতিবৃত্তের-প্রকৃতি বা ইতিহাস-ভূগোল তাও তো জানো। আর ভগবান স্বয়ং যেখানে সমগ্র সৃষ্টি-জগতের রচয়িতা। এই রাজযোগ একমাত্র ভগবানই তা শেখাতে পারেন - কৃষ্ণ যা আদৌ পারবে না। অতএব তোমাদের মধ্যে সেই আশক্তির নেশা থাকা উচিত যে, তোমরা তেমন রাজযোগ শেখার অভ্যাস করছো, যার দ্বারা আগামীতে রাজকুমার-রাজকুমারী হতে যাচ্ছো। যেমন ব্যারিস্টারী পঠন-পাঠনের সময়,,কেবল মাত্র সেই পাঠ্যসূচীর প্রতিই আগ্রহের নেশা থাকে, যাতে সেই পরীক্ষায় কৃতকার্যের দ্বারা ব্যারিস্টার হয়ে সেই নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে বসতে পারে।

একথা তোমরা খুব ভালই জানো, মরতে তো হবে সকলকেই। তাই বাবা এখন বাচ্চাদেরকে সদুপদেশ দিয়ে বলছেন, জীবনের সেই শেষ মুহূর্তের আগেই যতটা পারো পুরুষার্থ করো। (সঙ্গমযুগের) এই সময়টা বাবা আর বাচ্চাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সময়। মহাভারতেও তা বর্ণিত আছে। কৌরবরা ছিল বিপরীত বুদ্ধির আর পাণ্ডবেরা প্রীত বুদ্ধির। তাই নিয়মানুসারে প্রীত বুদ্ধিধারীদের হয়েছিল প্রতিষ্ঠা আর বিপরীত বুদ্ধিধারীদের বিনাশ। এটাই লাভ এই জ্ঞানের পাঠে। প্রথমে নিজের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস আনতে হবে, বাবা তোমাদেরকে রাজারও রাজা বনাবার জন্য এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছেন। প্রতি ৫-হাজার বর্ষ বাদে বাদে বাবা এই ভাবেই আসেন বাচ্চাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়াবার জন্য। যেহেতু অবিনাশী এই বিশ্ব-নাটকে কোনও পরিবর্তন হয় না।

বাচ্চারা, তোমরা তো এটা বুঝতেই পেরেছো, একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা যিনি সত্য অর্থাৎ সর্বক্ষেত্রে সত্য কথাই বলেন। অন্যান্য সব মানুষেরাই, যারা অন্যদেরকে ঈশ্বরীয় পথের দিশা দেখায়, আবার কতকিছু রচনার দাবীও করেন তারা- তা সবই তো মিথ্যা রটনা। যদিও মানুষেরা সেই অন্যায়কে জানে ও বোঝে কিন্তু তার গভীর প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে অনেক সময় লেগে যায় তাদের। কিন্তু, ট্রেন তো তার নির্ধারিত সময়েই আসবে - তাই না! সকাল ৮-টার পরিবর্তে দুপুর ২-টোর সময় তো আর আসবে না। তোমরা পুরুষার্থ করতে করতে এটাই ভাববে, কত শীঘ্র স্বর্গ-রাজ্যে পৌঁছতে পারবে। কিন্তু স্টেশন-মাস্টার বাবা জানাচ্ছেন, গাড়ী ছাড়ার পতাকার সিগন্যাল এখনও দেখানো হয়নি, এখনও তার কিছু সময় বাকী আছে। রাজ্য পুরোপুরি স্থাপিত হলে তবেই তোমাদের সেই গাড়ী চলতে শুরু করবে। অনেক বাচ্চারা তাতে বলে- বাবা, এখানে (এই পাপের দুনিয়ায়) এসে আমরা খুব হয়রাণ হয়ে গেছি। উত্তরে বাবা জানান - এটাই তোমাদের এক নম্বর

জন্ম, তাই এই জন্মে তোমাদের হয়রাণ হলে চলবে না মোটেই। তোমাদেরকে স্মরণের উদ্দেশ্যেই তো "বন্দে মাতরম্" গাওয়া হয়। অতএব যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে পবিত্র বানাতে হবে তোমাদেরকেই। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ, ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বিনাশের এই সময়কালে এক ও একমাত্র সত্য-বাবার সাথে সত্যিকারের প্রীত রাখতে হবে। সর্বদা তোমাদের এই আসক্তির নেশায় থাকতে হবে যে, এই রাজযোগ শিখে আগামীতে রাজকুমার-রাজকুমারী হতেই হবে।

২) যোগবলের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকেই পবিত্র বানাবার সেবা করতে হবে। এই বিশেষ প্রধান জন্মে কখনও হয়রান হলে চলবে না।

বরদান :- নিজের মধ্যে সদা শুভ ভাবনা ও উদারতার দ্বারা অন্যের হৃদয় সিংহাসনে স্থান করতে পারা উদার ও মহৎ হৃদয়বান হও

বিস্তার :- নিজের মধ্যে সর্বদা শুভ আশা রাখো, নিরাশ হয়ো না কখনও। বাবা যেমন ওনার প্রতিটি বাচ্চার প্রতি শুভ আকাঙ্খা রাখেন। সেক্ষেত্রে যেমন প্রথম হওয়া বাচ্চা, তেমনি লাষ্ট হওয়া বাচ্চাও - তা সে যেমনই হোক না কেন, কেউ-ই যেন হতাশ না হয়, সদাই যেন আশাবাদী হয়। তেমনি তোমরাও যেমনি নিজের প্রতি, তেমনি অপরের প্রতিও সেবাকার্যে নিরাশ হবে না এবং মনে হতাশা আনবে না। এমনই হৃদয়ানন্দ হও। রাজা অর্থে মহান হৃদয়, যার হৃদয় সদাই উদার ও মহৎ হয়। কারণ কোনও প্রকারের দুর্বল সংস্কার ধারণ করে না রাজা। তেমনই জ্ঞানী আত্মা হয়ে মায়ার ভিন্ন-ভিন্ন রূপকে বিচার বিবেচনা করে বিজয়ী আত্মা হও।

স্লোগান :- "আপ ঔর বাপ" (নিজে এবং বাবা) দু'জনে এমন বন্ধনে থাকো, যাতে তৃতীয় কোনও ব্যক্তি কোনও ভাবেই তা বিচ্ছিন্ন করতে না পারে।